যুগান্তর

তারিখ 24 JAN 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা তিন ছাত্র বহিষ্কার

শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ

ময়মনসিংহ ব্যুরো

এক শিক্ষার্থীকে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনার মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বহিষ্কার করা হয়েছে তিন শিক্ষার্থীকে। সোমবার দুপুরে কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

একাডেমিক কাউন্সিলের সভাপতি কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও উপাধ্যক্ষ ডা. ফজলুল হক

পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠান জানান, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। তবে যাদের বাড়ি দূরে তাদের মঙ্গলবার সকাল ৮টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধু স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীরা হলে থাকতে পারবেন। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন— এম-৫১ ব্যাচের নেয়ামুল হক সিয়াম, এম-৫৩ ব্যাচের অনুপম দত্ত অর্ঘ্য ও অনিক মোস্তফা হিমেল। তাদের এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে হিমেল, অনুপম ও সিয়াম পঞ্চমবর্ষের শহীদকে মারধর করেন। এ ঘটনার জের ধরে দুই ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েক দিন ধরেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ ও র‍্যাব মোতায়েন রয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, এম-৫৩ ব্যাচের এক ছাত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল অনুপম, হিমেল ও সিয়ামের। ওই ছাত্রীকে প্রায়ই উত্যক্ত করত এম-৫০ ব্যাচের ছাত্র শহীদ। এ নিয়ে বুধবার রাতে বাঘমারা মেডিকেল হোস্টেলে শহীদের সঙ্গে ৫৩ ব্যাচের ছাত্রদের বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে অনুপম, হিমেল ও সিয়ামসহ কয়েকজন শহীদকে মারধর করেন। এ নিয়ে শহীদসহ এম-৫০ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। পরে বিষয়টি কলেজ অধ্যক্ষকে অবহিত করা হলে রাতেই ঘটনা তদন্তে প্রফেসর ডা. সাইফুল বারীকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এদিকে সহপাঠী ওই ছাত্রীকে কটূক্তির প্রতিবাদে এম-৫৩ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভ শুরু করলে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দু'গ্রুপই মারমুখী অবস্থান নেয়। অধ্যক্ষ অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন জানান, দু'টি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সংঘর্ষ এড়াতে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।